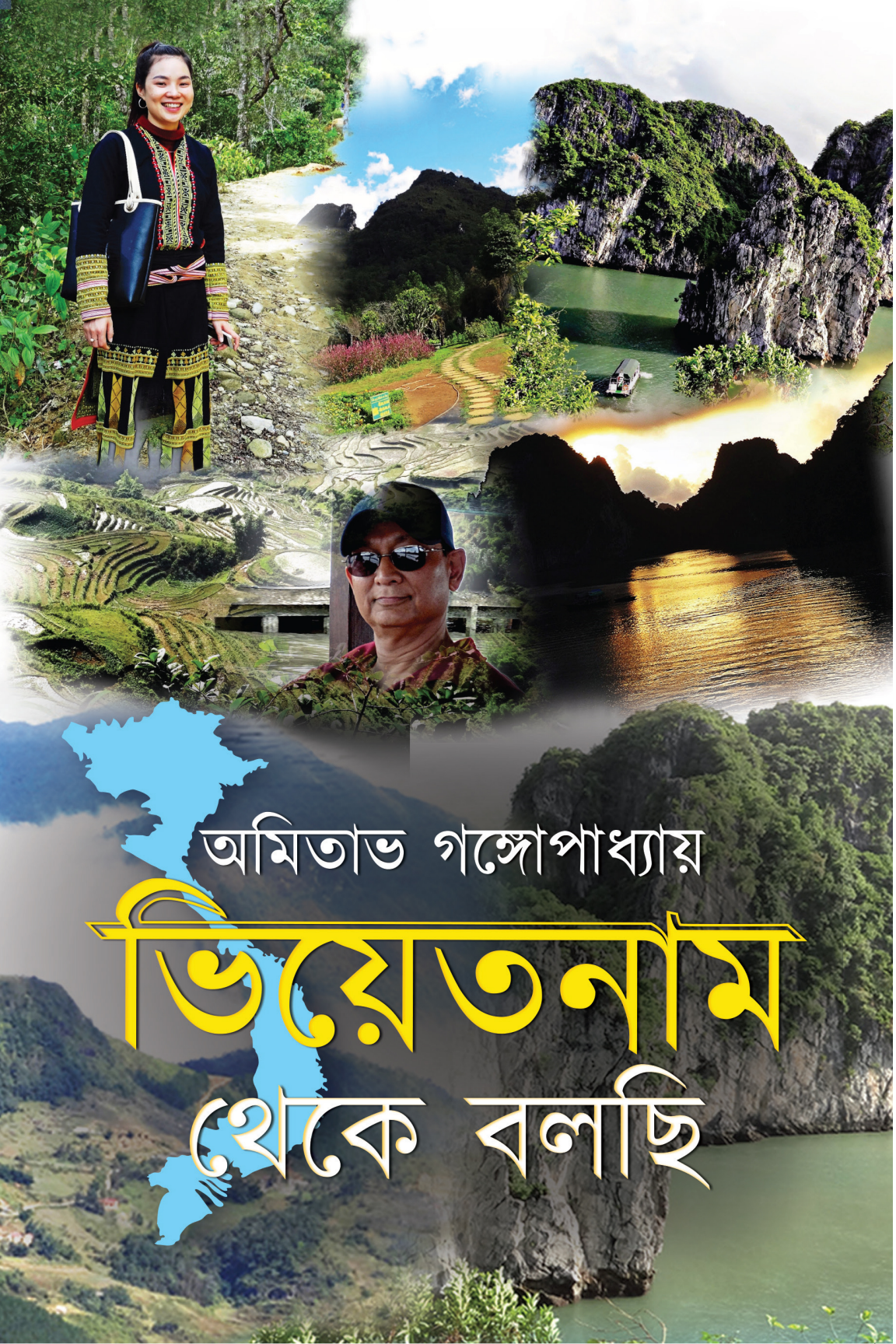

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভিয়েতনাম থেকে বলছি

Notion Press

No. 50, Chettiyar Agaram Main Road,
Vanagaram, Chennai, Tamil Nadu - 600 095

First Published by Notion Press 2021
Copyright © Amitabha Gangopadhyay 2021
All Rights Reserved.

ISBN 978-1-63850-930-1

This book has been published with all efforts taken to make the material error-free after the consent of the author. However, the author and the publisher do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss, damage, or disruption caused by errors or omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause.

While every effort has been made to avoid any mistake or omission, this publication is being sold on the condition and understanding that neither the author nor the publishers or printers would be liable in any manner to any person by reason of any mistake or omission in this publication or for any action taken or omitted to be taken or advice rendered or accepted on the basis of this work. For any defect in printing or binding the publishers will be liable only to replace the defective copy by another copy of this work then available.

সূচিপত্র

হ্যানয়তে হৈ চৈ, আরো কিছু গল্প ৩

হ্যানয় থেকে ভোর রাতে কুয়াশা ভেজা ‘সাপা’ ৫৩

কবির স্বপ্ন দিয়ে তৈরী রূপকথার এই পাহাড় ঘেরা সাপা ১০০

প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা ‘হা- লং- বে’ – এক স্তব্ধ বিস্ময় ১২৮

হো-চি-মিন তার ভালবাসার শহরে বড় আদরের ‘আঙ্কল হো’ ১৬৭

ব্যস্তজীবন হ্যানয় থেকে বহু দূরে শান্ত-সুন্দর ‘দানাং’ আর ‘হোই-আন্’ ১৯৯

ইতিহাসের পায়ে-পায়ে পুরনো দিনের রাজধানী ‘হুয়ে’ ২৩৪

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সাক্ষী ‘হো-চি-মিন্ সিটি’ আজ নূতন দুনিয়া ২৭০

মেকং নদীর ছোঁয়া – ভিয়েতনামে আমার শেষ দিন ৩৩০

CHINA
VIETNAM
LAOS
THAILAND
CAMBODIA
Quy Nhon
Nha Trang
Phan Thiet
Con Dao Island
Phu Quoc Island
Truong Sa Island

ভিয়েতনামের পথে

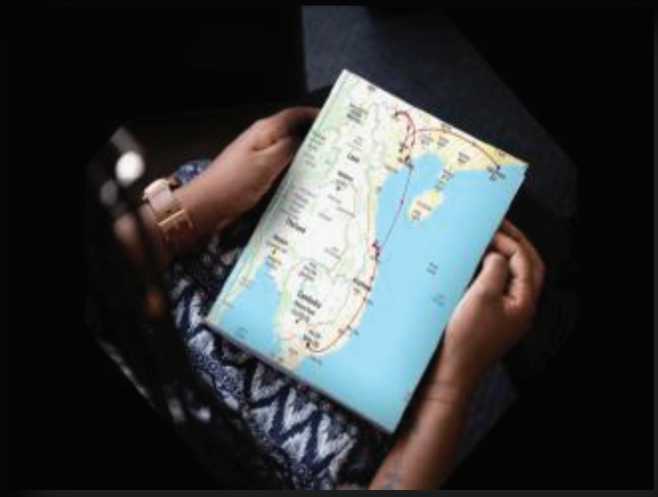

এক

হ্যানয়তে হৈ চৈ, আরো কিছু গল্প

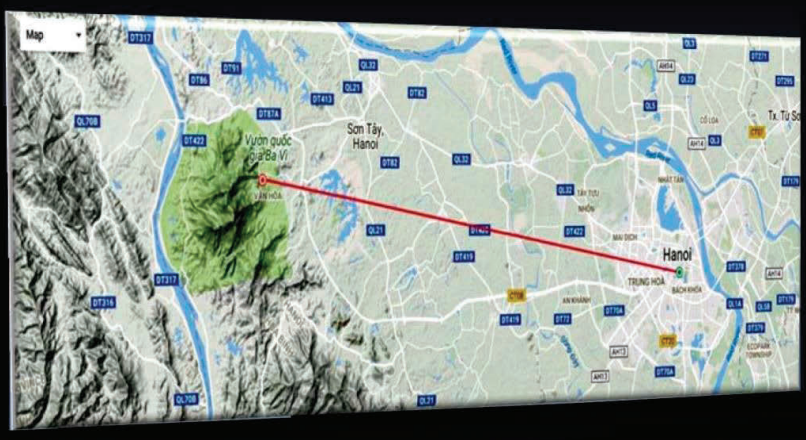

এক

বিশাল মিছিল রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সাপের মত চলেছে। যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষের মাথা আর লাল ঝাণ্ডা। মাঝে মাঝেই স্লোগান উঠছে 'আমার নাম তোমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম'। দোতলার বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, পাড়ার ফুটবল আর শীতের ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকি; ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামল কি চলল, সেসব নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ছবিটা মনে গেঁথে রয়েছে এত বছর পরেও। প্লেনের জানলার ধারে থুতনিতে হাত রেখে ছবিটা চিন্তা করছিলাম। প্লেন তখন এক শান্ত নীল আকাশে হ্যানয়ের ওপর চক্কর কাটছে। হংকং থেকে শেষ দুপুরে প্লেনে উঠেছি। হংকং থেকে হ্যানয়ে প্লেনে বেশি সময় লাগেনা - এই ঘন্টা দেড়েক বড় জোর। প্লেনে বসে ভিয়েতনামের ইতিহাসটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। ভিয়েতনাম দেখা আমার অনেক দিনের শখ। সত্তর দশকে কলকাতায় বামপন্থী আন্দোলন তো কম হয়নি। নানা স্লোগানে পোস্টারে হো-চি-মিনের ছবি আর ভিয়েতনামটাও মাঝে মাঝে জুড়ে যেত দেওয়ালে মাও সেতুং-এর ছবির সাথে। বড় হয়ে কলেজে পড়ার সময় ভিয়েতনামের ওপর কিছু বই-পত্তরও পড়েছি। সায়গনের কাছেই ভিয়েতকং-দের সুড়ঙ্গ, সেখান থেকে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে গেরিলাদের দেশের প্রতি অঙ্গীকার, মার্কিন সেনাদের ভিয়েতনামবাসীদের ওপর অত্যাচার - এসব পড়ে একসময় মাথা গরম হয়ে যেত। দেশটাকে খানিকটা ভালোবেসেও ফেলেছিলাম। ওই বয়সে তো অনেকেই আদর্শ টাদর্শ নিয়ে মাথা ঘামায়। তা আমিও ঘামাতাম। তার পর তো কত বছর গড়িয়ে গেল, আমিও অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্য্যন্ত কানাডায় থিতু হলাম। কিন্তু দেশটার ওপর কৌতূহল আমার রয়েই গেল। এত বছর পর দেশটা কেমন হয়েছে, ওদেশের ছেলে মেয়েরা কিরকম, তাদের ভাবনা চিন্তাই বা কি ধরণের -

এসব দেখতে, জানতে খুব ইচ্ছে করত। যখন ক্যালগেরী থেকে হংকং যাবার একটা সস্তা প্লেনের টিকিট পেয়ে গেলাম, ভাবলাম এবার ভিয়েতনামটা বরং ঘুরেই আসি। বরাবর ঐ রাস্তাতেই তো কলকাতায় যাই। ভাবলাম হংকং থেকে সোজাসুজি কলকাতা না গিয়ে একটু ঘুর পথে ভিয়েতনাম হয়ে তারপর না হয় কলকাতা যাওয়া যাবে'খন। ব্যস, উঠল বাই তো কটক যাই। বসে পড়লাম প্ল্যান করতে। হ্যানয় দিয়েই না হয় শুরু করি, কারণ হংকং থেকে ওখানে যাওয়া সোজা। ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের হংকং থেকে রোজ গুচ্ছের ফ্লাইট রয়েছে। আর হ্যানয়ে পৌঁছে গেলে ওখান থেকে অনেক জায়গা রয়েছে দেখবার মত। হা-লং-বে তো নাম করা প্রাকৃতিক বিস্ময়। তা ছাড়া 'সাপা', সেটাই বা কম কিসে! একেবারে উত্তর পশ্চিমে চীন সীমান্তের পাশে পাহাড়ঘেরা দেখার মত জায়গা। আর হ্যানয় শহর তো ঘুরে দেখতেই হবে; হো-চি-মিনের মুসেলিয়াম না দেখে ভিয়েতনাম ছাড়লে লোকে ছি ছি করবে না?

ম্যাপটা ভালো করে দেখলাম। দেশটা তো অনেকটা চিংড়ি মাছের মত উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। পেটের কাছটা আবার সরু হয়ে গেছে। দেশের দুই প্রান্তে দুই টগবগে শহর - উত্তরে হ্যানয় আর দক্ষিণে সায়গন। সায়গনের নাম আবার এখন হো–চি-মিন্ সিটি। হ্যানয় হল গিয়ে রাজধানী। দেশটা কম্যুনিস্ট শাসনে চলে। কম্যুনিস্ট দেশ কোনদিন দেখিনি, শুধু বামফ্রন্ট জমানার পশ্চিমবঙ্গ খানিকটা দেখেছি দেশ ছাড়ার আগে পর্য্যন্ত। তাই ভিয়েতনাম দেশটার হাল চাল সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল বরাবর। যাইহোক, হ্যানয় আর হো–চি-মিন্ সিটি তো নিশ্চয় যাব। কিন্তু এত বড়ো দেশটার আর কিছু দেখবনা তা কি হয়! কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। একটা ট্রেন চলে অবশ্য হ্যানয় আর সায়গনের মধ্যে – Reunification Express। দেশ দেখতে গেলে ট্রেনে, বাসে করে না ঘুরলে দেশ দেখা হয় না। তাই ট্রেনটায় চড়ার আমার খুব শখ। কিন্তু বড্ড সময় নেয়, প্রায় তিন দিন। আমার তো সব ঝটিকা সফর, হাতে সময় নেহাতই কম। তাই মনের দুঃখে ট্রেনের ভাবনাটা বাদই দিতে হল। তবে হ্যাঁ, প্লেনে তো দু একটা জায়গায় যাওয়া যায় ঠিকই। তাই ঠিক করলাম হ্যানয় থেকে প্লেনে যাব দা-নাং, ঠিক

ভিয়েতনামের মাঝামাঝি, সেখান থাকে হোই-আন্। অনেক পুরনো শহর হোই-আন্। আর দা-নাং থেকে হোই-আন্ এমন কিছু দূর নয়। সেখান থেকে এক দৌড়ে হুয়ে শহর। সায়গনের আগে ভিয়েতনামের রাজধানী ছিল হুয়ে। আর সায়গন তো হুয়ে থেকে প্লেনে ঘন্টা খানিকের রাস্তা। এই সব খুঁটিয়ে দেখে, টুক টুক করে প্লেনের টিকিটগুলো প্রথমে কেটে ফেললাম। এবার পড়লাম হ্যানয়ের ট্র্যাভেল এজেন্টদের নিয়ে। HTS ট্র্যাভেল-এর এজেন্ট লিন্ ভু' হ্যানয়, হা-লং-বে আর সাপা বেড়ানোর সব ব্যবস্থা করে দিল। সায়গন, দা-নাং ঘোরার ব্যবস্থা করে দিল Travel Sense এর জুলি। আমি কোথাও বেড়াতে গেলে শুধু একজন ট্র্যাভেল এজেন্টের ওপর সবটুকু ভরসা করিনা। যদি কোন কারণে ঝোলায়! লিন্ জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওপর দিকটা তো হল, এবার বাদবাকি কি করবে?' আমি 'হবে, হচ্ছে' করে কাটিয়ে দিয়েছি। সায়গন থেকেও কাছাকাছি কিছু ঘোরার জায়গা আছে। সেগুলিও জুলিই ব্যবস্থা করে দিল। সব মিলিয়ে মোটামুটি দিনদশেকের প্ল্যান। এসব ব্যবস্থা করতে করতেই প্রায় ছমাস। যাব ডিসেম্বর মাসে, আর আমি প্ল্যানিং শুরু করেছি মে-জুন মাস নাগাদ। আমার সবখানেই তাই, সব কিছু খুঁটিয়ে প্ল্যানিং করি। না হলে ঠিক শান্তি পাইনা। অনেকেই ফেলে রাখে, - 'সে দেখা যাবে' 'পরে হবেখ'ন' ইত্যাদি। আমার তা হয়না। গিয়ে তারপর যদি ফেঁসে যাই!

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস এসে গেল। এবার বাক্স-প্যাটরা বেঁধে ক্যালগেরী থেকে প্লেন ধরে সিয়াটেল্। সেখান থেকে সোজা হংকং লম্বা চোদ্দ ঘন্টার পাড়ি। রাত নটা নাগাদ হংকং পৌঁছোলাম। এ রাস্তায় আমার যাতায়াত আছে। অতক্ষণ প্লেনে বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে যায়, মনে হয় কতক্ষনে নামব। হংকং-এ ভিসা টিসার ঝামেলা কম, তাই বেরোতে বেশি সময় লাগল না।

আমি হংকং অনেক বার এসেছি। তাই শহরটার ঘাঁতঘোঁত মোটামুটি আমার চেনা। এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেন ধরে হংকং Island-এ এক রাত্রি কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার ট্রেন ধরে এয়ারপোর্ট। তারপর ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের প্লেন পাকড়ে সোজা হ্যানয়।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি প্লেন অনেক নীচে নেমে এসেছে। দূরে নীল নীল ধূসর পাহাড়। তার কোলে ছড়ানো সবুজ ধানক্ষেত, আর ছোটো ছোটো বাড়ি - একেবারে ছবির মতো। আর কি সবুজ কি সবুজ, ঠিক মনে হয় সবুজ মখমলের শাল জড়িয়ে রানি সেজে বসে আছে ইতিহাসের হ্যানয়। সেই সবুজের জলসায় একমুঠো সোনাঝরা রোদ্দুরে ডানা মেলে পানকৌড়ির মতো ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের প্লেন হ্যানয়ের মাটি ছুঁল। আস্তে আস্তে ট্যাক্সিং করে টার্মিনালের সামনে এসে প্লেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এঞ্জিন বন্ধ করল। কাঁধের ঝোলা নিয়ে নামলাম আমার কতদিনের স্বপ্নে দেখা হ্যানয়ের মাটিতে!

ভিয়েতনাম যেতে ভিসা লাগে। evisa-র জন্য অন্‌লাইনে অ্যাপ্লাই করলে একদিনের মধ্যে ভিসা চলে আসে। মজার ব্যাপার গর্ভণমেন্ট ছাড়াও কিছু এজেন্সি আছে যারা ভিসার চিঠি করে দেয়। তার সাথে কুড়ি ডলার বেশি দিলে এয়ারপোর্টে নাকি অপেক্ষা করতে হয় না, তাড়াতাড়ি ভিসা করিয়ে দেয়। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকলনা। ভিসার চিঠিই যদি অন্‌লাইনে করে দেয়, তবে আবার কেন ভিসার লাইনে দাঁড়াতে হবে। ওটা নিশ্চয় ইমিগ্রেশানের লাইনই হবে। যাই হোক কোন দিন ও দেশে যাইনি, নিয়ম কানুন কি আছে কে জানে, কুড়িটা ডলার দিয়ে যদি ওরা আমাকে একটু আগে বেরোতে দেয় ক্ষতি কি। আমার কিছু কিছু দেশে ঘোরা আছে যেখানে ইমিগ্রেশনের লাইন একেবারে মাছের বাজার। ব্যাংককে তো কয়েক বার আমি একঘন্টার আগে বেরোতেই পারিনি। এই তো ক'দিন আগে মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্টে ভোর পাঁচটায় নামলাম, লোকে লোকে একেবারে ছয়লাপ। পাক্কা দেড় ঘন্টা লাগল সেখান থেকে বেরোতে। ঘরপোড়া গরু তো, তাই কানেক্টিং ফ্লাইট থাকলে আমি বেশ কয়েক ঘন্টা হাতে রাখি। অবশ্য হ্যানয় এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশানের লাইনে সেরকম ভিড়-ভাড়াক্কা কিছু চোখে পড়লনা। হ্যানয় ছোটোখাট ঘরোয়া এয়ারপোর্টের মতো। বাক্সপেটাই ধুম-ধাড়াক্কা সেরকম কিছু নেই। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম একটু। ভাবলাম শুধু শুধু কুড়িটা ডলার গচ্চা গেলো। আধঘন্টাটাক পরে আমার পালা এল ইমিগ্রেশান কাউন্টারে। অফিসারের কাছে আমার পাসপোর্ট আর ভিসার চিঠি

দিলাম। চশমা পরা ভদ্রলোক আমার দিকে কুতকুত করে খানিকটা তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনার ভিসা কোথায়?

- চিঠিটা দেখিয়ে বললাম, - এই তো ভিসার চিঠি। ছাপ্পাটা তো আপনি মারবেন।

- হ্যাঁ আপনার ভিসা দেখালে তারপর তো ছাপ্পা মারব। আপনার ভিসাই নেই, ছাপ্পা মারব কোথায়?

- তার মানে? ওই যে চিঠিটা দিলাম, ওটা কি তবে?

- আরে ওটা তো ভিসার চিঠি। ওটা দেখালে তারপর তো ভিসা দেবে, কি আশ্চর্য্য!

- সেটা আবার পাব কোথায়?

আমার মাথায় হাত। ভাবলাম হয়েছে, এবার দেশ থেকে আমাকে বার করে না দেয়। ভদ্রলোক আঙ্গুল দেখিয়ে হলের উল্টোদিকে একটা অফিস দেখালেন। আমি হাঁদা গঙ্গারামের মত লাইন থেকে বেরিয়ে গুটি গুটি ভিসার অফিসের দিকে এগোলাম। অনেক জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এরকম ভুলভাল সিস্টেম কোথাও দেখিনি। আরে বাবা ভিসাই যদি আবার আমাকে নিতে হয়, তবে আর ঘটা করে ভিসার চিঠি করাতে বললি কেন? আর চিঠিটা যখন তোদের গভর্ণমেন্ট থেকেই দিয়েছে, সেটা দেখে পাসপোর্টে একটা ছাপ মেরে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তা না, দু দুটো অফিসে চরকি কাটছি। এত লম্বা জার্নি করে কার এসব ঝক্কি ভাল লাগে? দেশটায় এখনও কম্যুনিষ্ট শাসন রমরমা। সেই জন্য নিয়ম কানুন বেশি কিনা কে জানে। আমি চীন বা লাওসে যাইনি কখনো। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে তো এই দুটো দেশেই কম্যুনিষ্ট শাসন। ওখানে আবার কিরকম কেত্তন কে জানে! যাইহোক গুটি গুটি কাউন্টারে গিয়ে লাইন দিলাম। বেঞ্চে অনেক লোক বসে আছে, বলল ভিসা পেতে ঘন্টা কয়েক সময় লাগে। খেয়েছে! এদিকে আমার লাগেজের কি হবে? আর হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য যে গাড়ি আসার কথা, সেও কি আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে? এই সব সাত পাঁচ ভাবছি,

হঠাৎ খেয়াল হল আরে এই জন্যই তো আমি কুড়ি ডলার দিয়েছি যখন ভিসা অ্যাপ্লাই করেছিলাম। এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল টাকাটা কেন চেয়েছিল। কিন্তু যে মক্কেল আমাকে সাহায্য করবে লিখেছিল তাকে এখন পাই কোথায়। অবশ্য বেশিক্ষণ খুঁজতে হলনা। হাতে নাম লেখা সাইনপোস্ট নিয়ে একটি ছেলে দৌড়োদৌড়ি করছিল, তাকে ধরলাম। 'কি নাম?' ছোকরা জিজ্ঞেস করল। নাম বলতেই ছোকরা একটা খেরোখাতায় চোখ বুলিয়ে বলল,

- আরে এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? আপনাকে তো প্লেন নামার পর থেকে গরুখোঁজা খুঁজছি।

ঢপ্ দেবার আর জায়গা পেলনা! বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। প্লেন থেকে নামার পর আমি কাউকে আমার নামের নেম-ট্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। আমি কি এতটাই গাড়ল যে নিজের নাম দেখলে চিনতে পারবনা। কি আর করা, ঢপ্ দিলে দেবে, এখন তাড়াতাড়ি ভিসাটা বের করে দিলে বাঁচি। ছোকরা আমার পাসপোর্ট আর চিঠি নিয়ে দিব্যি ঐ অফিসের ভেতর ঢুকে গেল। মানে দালাল আর কি। ভেতরে ঢুকে কাউকে দিয়ে ভিসাটা করিয়ে নেবে। তার সাথে আবার টু-পাইসের ব্যবস্থা আছে কিনা কে জানে। যাকগে আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবরে আমার দরকার কি। আমার ভিসাটা হয়ে গেলেই আমি খুশি। ছেলেটা কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এল এবং পাতা খুলে ভিসাটা দেখিয়ে পাসপোর্টটা হাতে ধরিয়ে দিল। যাক কুড়িটা ডলার সার্থক হল। আমি লটারির প্রাইজ পেয়েছি এমন ভাব নিয়ে মহানন্দে আবার ইমিগ্রেশানের লাইনে দাঁড়ালাম। এবার আর কোনো অসুবিধে হল না। সব মিলিয়ে একটু দেরি হল ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি নয়।

বাইরে বেড়িয়ে দেখি এক মূর্তিমান আমার নেম-ট্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ড্রাইভার। কপাল ভাল ড্রাইভার আমার দেরী দেখে পালিয়ে যায়নি। পরিচয় দিলাম। ছোকরার নাম স্টীভ। এদের নামের একটা মজা আছে। এদের যে নিজস্ব ভিয়েতনামী নাম রয়েছে, সেগুলো বেশ খটমট। ট্যুরিস্টদের জন্য প্রত্যেকে এরকম একটা করে পশ্চিমী নাম নিয়ে নেয় যাতে ইউরোপ-আমেরিকার

Enjoyed reading this sample?

Purchase the whole copy at

amazon.in